বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে টেলিযোগাযোগ সেবায় বিঘ্ন

জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে রাজধানীসহ দেশের বড় এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। এতে টেলিযোগাযোগ সেবায় বিঘ্ন ঘটার খবর পাওয়া গেছে। মোবাইল ইন্টারনেট, খুদে বার্তা পাঠানো ও ফোনকলে সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) এক বিবৃতিতে বলেছে, বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন সমস্যা হচ্ছে। সাময়িক সময়ের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা বিঘ্নিত হতে পারে।

সাময়িক এ অসুবিধার জন্য গ্রাহকদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেছে এমটব।

জানা গেছে, কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জেনারেটর দিয়ে বিটিএস বা মোবাইল টাওয়ার ২ থেকে ৫ ঘণ্টা চালু রাখা যায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকলে জেনারেটর দিয়েও বিটিএসের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয় না।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এমএএস ইমন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের ২০২২-২০২৪ নির্বাচনে ১৪টি পদের বিপরীতে প্রত্যেক পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটিতে এমএএস ইমন সভাপতি এবং মো: সাব্বির আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম, আবু নাছের ইকবাল

ওই রায়ের পর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করে কনকর্ড। যেটি ২০১৮ সালের ১২ মার্চ খারিজ হয়ে যায়। পরে তারা রিভিউ করেন। সেই রিভিউও খারিজ হয়ে যায়।

৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ১৮ তলা বিল্ডিংটি এতিমখানার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এলপিজি গ্যাসের দাম কমল ৩৫ টাকা

বেসরকারি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম কমেছে। ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৩৫ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি), যা এত দিন ১ হাজার ২৩৫ টাকা ছিল।

রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হবে এক সংবাদ সম্মেলনে অক্টোবর মাসের জন্য নতুন এই দাম ঘোষণা করে বিইআরসি।

নতুন দাম অনুযায়ী, প্রতি কেজি এলপিজির দাম ১০০ টাকা। অন্য সিলিন্ডারগুলোর দাম এই অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রতি লিটার অটো গ্যাসের দাম পড়বে ৫৫ টাকা ৯২ পয়সা, যা গত মাসে ছিল ৫৭ টাকা ৫৫ পয়সা।

এর আগের মাসে ১২ কেজি এলপিজিতে দাম বেড়েছিল ১৬ টাকা।

গত বছরের ১২ এপ্রিল দেশে প্রথমবারের মতো এলপিজির দাম নির্ধারণ করে বিইআরসি। এর পর থেকে প্রতি মাসে দাম সমন্বয় করা হচ্ছে।

বেশ কয়েক মাস ধরে ভোক্তারা নির্ধারিত দামে এলপিজির কিনতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাইলে বিইআরসির চেয়ারম্যান আবদুল জলিল বলেন, বেশি দামে কেউ সিলিন্ডার কিনলে রশিদসহ বিইআরসিতে অভিযোগ করলে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। কিন্তু কোনো গ্রাহকই সংস্থাটির কাছে অভিযোগ

করেন না বলে দাবি করেন বিইআরসির চেয়ারম্যান।

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

গত পর্বের ফলোআপ

অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের শিক্ষক নুরুল ইসলাম ওরফে লালন ও জামান উদ্দিনকে শোকজ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে কি করতে হবে না জানা থাকায় মাদার আলীকে এখনো শোকজন করেননি সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

গত ২৫ সেপ্টম্বর “এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় চলেন তাঁরা, অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হয় । সংবাদ প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা দেওয়া শুরু করেছেন ওই চারজন।

মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওমর খৈয়াম উষা মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের তাদের দুই শিক্ষক নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মূল হোতা হিসেবে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের কারণে তাদের দুজনকে শোকজ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অভিযোগের জবাব দিতে বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তারা কলেজের বাইরে কি করেন তা বলতে পারবো না।

তবে, সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজুল ইসলাম বলেন, লাইব্রেরীয়ান মাদার আলীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদ দেখেছি। এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকায় শোকজ করতে পারিনি। এমনকি তার বিরুদ্ধে কি করণীয় তাও জানিনা। আগামীকাল (আজ) রবিবার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্যারের কাছে জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চারজনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে চারজনই এলাকা থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন। নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের দায়িত্ব নিয়ে মাদার আলী বিভিন্ন মহলে দোড়ঝাপ শুরু করেছেন। এমনকি নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের কাছে থেকে মাদার আলী আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন বিষয়টি ম্যানেজ করা হবে বলে।

অপরদিকে, সংবাদ প্রকাশের দিনই প্রথমে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে দেখা করতে আসবেন বলে জানান অনলাইন জুয়ার হোতা মুকুল ইসলাম। কিন্তু পরে তিনি আর আসেননি।

ওই দিনই সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে আসেন আরেক হোতা মাদাার আলী। তিনি এক বছর আগে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন বলে স্বীকার করেন। তবে বর্তমানে এই জগতের কারো সাথে তার যোগাযোগ নেই বলে দাবী করেন। অন্য দুই হোতা নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের তার যোগাযোগ নেই বলে দাবী করলেও তাদের দেওয়া লিখিত প্রতিবারে প্রতিটি কথা হুবুহু মিলে গেছে। যা থেকেও মেহেরপুর প্রতিদিন ধারণা করছে তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

নুরুল, মাদাার, মুকুল ও জামানের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সূত্র থেকে তাদের সাথে জড়িতদের তালিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন তালিকা হাতে পাওয়ার পর অনুসন্ধান অব্যহত রেখেছে। তালিকার মধ্যে থেকে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনের সম্পৃক্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে এ অনলাইন জুয়ার এ গ্রুপটি শুধু মেহেরপুর থেকেই নয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়া এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সিআইডির কাছে কয়েকজন জুয়ার এজেন্ট আটকের পর রাশিয়ান জুয়া সাইট ওয়ান এক্সবেট বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এখন তারা মেইলবেট ও লাইনবেট সাইটের মাধ্যমে জুয়ার লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক এজেন্ট সারা বাংলাদেশে এ জুয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন। এতে এজেন্টরা কোটিপতি বনে

গেলেও নি:স্ব হচ্ছে হাজার হাজার তরুণ ও যুবকরা।

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে কয়েকজন আটক হয়েছে। আটকের ফলে অন্যরা এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। কৌশলে জেলার বাইরে থেকেও লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম বিভাগ ও ডিবি পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৫ জনকে আটক করেছেন। তাদের স্বাকারোক্তি অনুযায়ী আরো ১৫ জনকে আসামি করে একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছেন। মামলার অন্যান্য আসামিরা পলাতক রয়েছে। পুলিশের স্বীকারোক্তিতে একটি চ্যানেল থেকে দিনে দেড় কোটি টাকা লেনদেনের তথ্যও দিয়েছে তারা।

২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। গত পর্বে অনলাইজন জুয়ার মূল হোতা চারজনকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হয়। সে সংবাদের কিছুটা এখানে তুলে ধরা হলো।

চার হোতাদের মধ্যে জামান উদ্দিন ওরফে মাস্টার ও নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার আলী মাস্টারও নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও।

নুরুল ইসলাম ওরফে মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ

বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকেও কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো তার বিরুদ্ধে।

এই তিনজনই স্থানীয় প্রভাবশালী এক নেতার সানিধ্য থেকে নিজেদের বড় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দাবী করেন। এমনকি সুযোগ পেলেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে নিজেদের জানান দেন। অভিযোগ রয়েছে তাদের নাম যেন কোন সংবাদে না আসে কয়েকজনকে সাংবাদিককেও মাসোহারা দিয়ে থাকেন।

আরও পড়ুন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু

অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে ওই চারজনের বিরুদ্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের সম্পদের হিসাব নিকাশও পাওয়া গেছে। আরো গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে। ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের তথ্য তুলে ধরবে মেহেরপুর প্রতিদিন। (চলবে..)

এ সংক্রান্ত আরো অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

৩০ নভেম্বরের মধ্যে এসএসসির নির্বাচনি পরীক্ষার ফল

আগামী ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ করে চলতি বছরের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড।

বুধবার কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. আবুল বাশারের সই করা অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এতে বলা হয়, ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি পরীক্ষা নিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এর আগে গত ১২ এপ্রিল সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি জানান, ২০২৩ সালের এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা এপ্রিল ও এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষা জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি এবং এপ্রিলে এইচএসসি

পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু করোনার সংক্রমণের কারণে পুরো শিক্ষাপঞ্জি এলোমেলোভাবে চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয় চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা আর এইচএসসি পরীক্ষা আগামী নভেম্বরে শুরুর কথা রয়েছে।

কল ড্রপ হলেই ক্ষতিপূরণ পাবেন গ্রাহক

কল ড্রপ হলে গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দিতে মোবাইল অপারেটরদের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এখন থেকে একই অপারেটরে কথা বলার সময় প্রথম কল ড্রপ হলেই গ্রাহক ক্ষতিপূরণ পাবেন। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে।

সোমবার রাজধানীর রমনায় বিটিআরসি কার্যালয়ে কল ড্রপ ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার অনলাইনে যুক্ত হয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ক্ষতিপূরণটাই গুরুত্বপূর্ণ না। গ্রাহক যেন নির্বিঘ্ন সেবা পায়, সে উদ্দেশ্যেই এই নির্দেশনা জারি করা হচ্ছে। অপারেটররা যেন সেবার মান বাড়িয়ে ক্ষতিপূরণ থেকে রেহাই পান, বিটিআরসি সেটাই চাচ্ছে।’

বিটিআরসির সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ নতুন নির্দেশিকার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তার উপস্থাপনায় বলা হয়, গ্রাহক এখন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় কল ড্রপের ক্ষেত্রে প্রতিটি কল ড্রপের জন্য ৩০ সেকেন্ড এবং তৃতীয় থেকে সপ্তম কল ড্রপের বেলায় প্রতিটি কল ড্রপের জন্য ৪০ সেকেন্ড টকটাইম ফেরত পাবেন। ফেরত পাওয়া টকটাইম পরের দিন থেকে ব্যবহার করা যাবে এবং এই টকটাইম শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহকের কোনো টাকা কাটা যাবে না।

কল ড্রপের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে গ্রাহককে এসএমএসের মাধ্যমে পরবর্তী

২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে। কোনো অপারেটর চাইলে কল ড্রপ হওয়ার দিন থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে। কল ড্রপের ফেরত প্রাপ্ত টকটাইমের মেয়াদ হবে ১৫ দিন। বিটিআরসি বলেছে, ১০০ সেকেন্ড কল ড্রপের জন্য অপারেটররা ৩০৯ দশমিক ৪৪ সেকেন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে।

যেকোনো অপারেটরের গ্রাহক এখন থেকে *১২১*৭৬৫# কোডের মাধ্যমে তার কল ড্রপের পরিমাণ জানতে পারবে। ১ অক্টোবর থেকে এটা কার্যকর হবে।

বিটিআরসি জানিয়েছে, গ্রামীণফোন ও রবি তৃতীয় থেকে সপ্তম কল ড্রপ পর্যন্ত গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে বাংলালিংক দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কল ড্রপ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়।

হাফেজ তাকরিমকে সংবর্ধনা দিল সরকার

সৌদি আরবে কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় ১১১টি দেশের মধ্যে সম্মিলিতভাবে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী হাফেজ সালেহ আহমেদ তাকরিমকে সংবর্ধনা দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় তার হাতে ২ লাখ টাকার একটি চেক ও ক্রেস্ট তুলে দেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমি বিভিন্ন সময়ে বিশ্বজয়ী হাফেজ ও কারীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা প্রতিযোগিতার জন্য বিভিন্ন দেশে ১১৮ জন হাফেজ পাঠিয়েছি। এর মধ্যে ৯৬ জন হাফেজ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। বিশ্বজয়ী হাফেজ তাকরিমকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। পাশাপাশি তার বাবা-মা ও শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তাকরিমের বাবা হাফেজ আবদুর রহমান নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, তাকরিম আমার মেঝো ছেলে। সে বিশ্ব দরবারে বাংলার পতাকাকে উড্ডীন

করেছেন। ওস্তাদদের পরিশ্রম ও ১৭ কোটি মানুষের দোয়ায় আমার ছেলে এই সফলতা অর্জন করেছে। আমি আমার ছেলের জন্য দোয়া চাই।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ড. মো. মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব আবদুল আউয়াল হাওলাদার। এসময় উপস্থিত ছিলেন বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি রুহুল আমীন, পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফী মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন মাদরাসা থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

পঞ্চগড়ের করতোয়া নদীতে নৌকাডুবি, ২৪ জনের লাশ উদ্ধার

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় নৌকাডুবির ঘটনায় নারী-শিশুসহ ২৪ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৩০ জন।

রোববার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে মাড়েয়া বামনহাট ইউনিয়নের করতোয়া নদীর মাড়েয়া ঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক মো. জহুরুল ইসলাম ইত্তেফাক অনলাইনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৮ শিশু, ৪ পুরুষ ও ১২ নারী রয়েছেন।

উদ্ধার হওয়া যাত্রী ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে মহালয়া উপলক্ষে বোদা, পাঁচপীর, মাড়েয়া, ব্যাঙহারি এসব এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নৌকায় করে বদেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছিলেন। মাঝ নদীতে পৌঁছার পর যাত্রীর চাপে নৌকাটি একপাশে উল্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার হওয়া লাশের মধ্যে বোদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাত জন এবং ঘটনাস্থলে ১৭ জনের লাশ রয়েছে। বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাজিউর রহমান রাজু হাসপাতালে সাত জনের লাশ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জেলা প্রশাসক জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থলে ১৭ জনের লাশ রয়েছে,

বাকিদের লাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে।’

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট মাহফুজুর রহমান নবাব আটকের পর থেকে রাশিয়ান জুয়া সাইট ওয়ান এক্সবেট বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এখন তারা মেইলবেট ও লাইনবেট সাইটের মাধ্যমে জুয়ার লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। মেহেরপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের ফলে অনেক জুয়াড়ি গা ঢাকা দিয়েছেন। কৌশলে জেলার বাইরে থেকেও লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের নাম এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদে কিংবা পুলিশের তালিকায় উঠে আসেনি। ওইসকল নামগুলো যাচাই বাছাইয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান চলছে। অনলাইন জুয়ার এ সকল মাস্টারমাইণ্ডরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে দেদারছে বুকফুলিয়ে জুয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

তার স্বীকারোক্তী থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। আমাদের আজকের পর্বে থাকবে এই চারজনকে নিয়ে যারা অনলাইজন জুয়ার মূল হোতা। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসকল এজেন্টদের নাম ও পরিচয় এসেছে। পরবর্তিতে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। ওই এলাকার এক তরুণ ইতোমধ্যে রাশিয়া গিয়ে লাইনবেট অফিসের মাধ্যমে পুরো অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

চার হোতাদের মধ্যে নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার ও নুরুল ইসলাম মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার মাস্টার নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

নুরুজ্জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও। কয়েক মাস আগে তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছিলো। অজানা কারণে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে।

তবে মাস খানেক আগে তার ব্যাংকে গিয়ে তার সাথে কথা বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তিনি বলেন, জুয়া কি জিনিস আমি জানি না। কিভাবে বা কারা এসব খেলে তাও জানিনা। কিন্তু বিভিন্ন জন এই ব্যাংক দেওয়ার পর থেকে আমাকে জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। এর আগে পুলিশও আমাকে সন্দেহ করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বলে তিনি স্বীকারও করেন।

নুরুল ইসলাম মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা

অর্থনৈতিক অবস্থা হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মত হয়ে যাওয়ার মত হয়েছে। এবং মাদার মাস্টারের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে এই তিনজনের আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছে।

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে মুকুলের সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, এই প্রথম কোন সাংবাদিক কিংবা পুলিশ তার সাথে জুয়া নিয়ে কথা বললো। তিনি অকপটে স্বীকার করে বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু একটা আয় করতে হবে এই নেশায় জড়িয়ে পড়িছিলাম। তবে আমি হতাশ। এই জীবনে অনেক সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি। বরং আমি অনেকের কাছে থেকে টাকা ধার নিয়েছি জুয়া খেলার জন্য। এখন কেউ আমার ফোনটাও ধরতে চাই না। কয়েকদিন আগে আমার পরিবার জমি বিক্রি করে একজনকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে। আপনার মাধ্যমে জামান মাষ্টার, নুরুল মাষ্টাররা এজেন্ট নিয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি তাদের কিভাবে কি করতে হয় তাই শিখিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি অনলাইন সম্পর্কে বুঝি এই জন্য। এর বেশি কিছ’ বলবো না। তবে তাছাড়া তারা কিভাবে এত টাকার মালিক হয়েছেন তাতো বুঝতেই পারছেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত কয়েকজনকে আটকের পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অনেকের নাম পাওয়া গেছে। কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন শিক্ষকের নামও পাওয়া গেছে। আমরা কাজ করছি। অনলাইন জুয়া অথবা অবৈধ ট্র্যানজেকশনের সাথে যারাই জড়িত থাকবে তাদের আইনের আওয়তায় আনা হবে।
(চলবে…)

এ সংক্রান্ত অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

পুরো দেশকে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে পুরো দেশকে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোস্তাফা জব্বার শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োাজিত ‘শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র প্রসারে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার’ শীর্ষক ন্যাশনাল পলিসি ডায়ালগে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

তিনি বলেন, আগামী দিনের ডিজিটাল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষ সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ অপরিহার্য।

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের প্রতিটি গ্রামে দ্রুত গতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ সরকার বাস্তবায়ন করছে।

রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মেজবাহ উদ্দিন এবং রাষ্ট্রদূত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেলিগেশন চার্লস হোয়াইটলে প্রমুখ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ডিজিটাল প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।